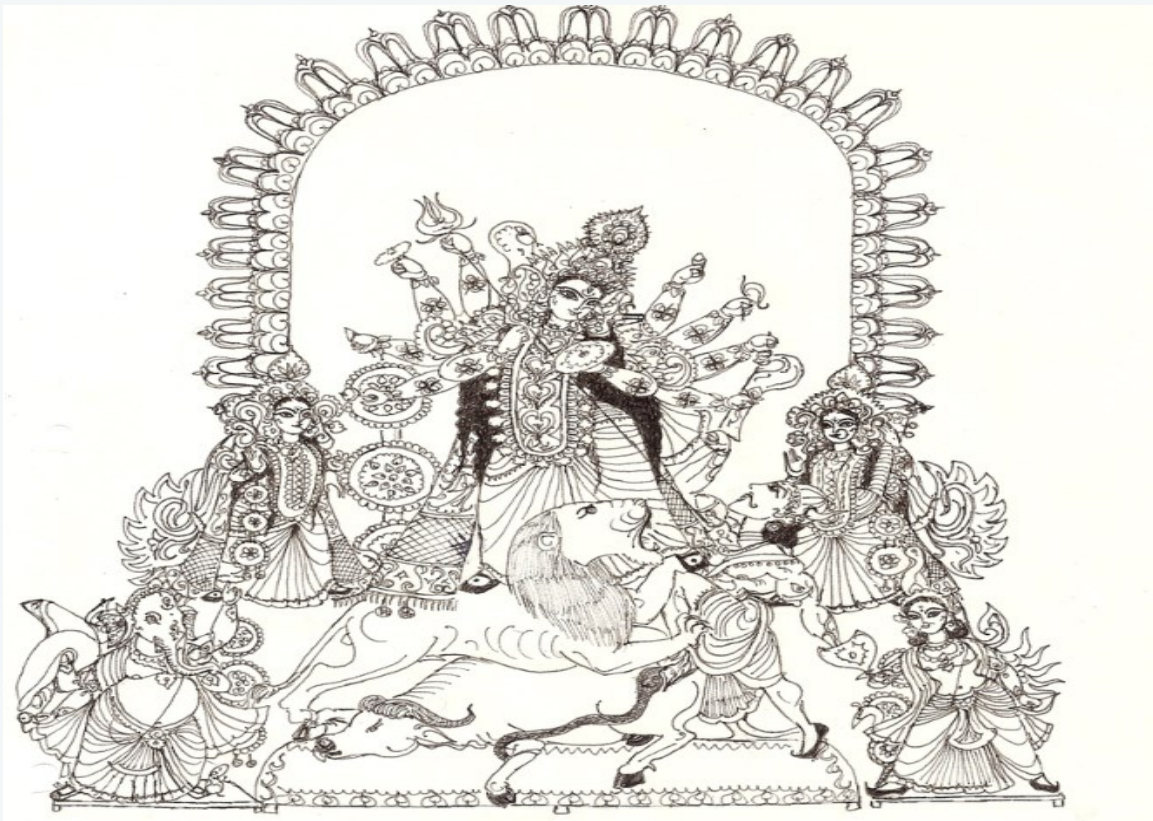


501(3)(C) charitable organization



Bengalees of New England



Life is better living together



WWW.PRIYALIVING.COM | 408.310.5112 | NAMASTE@PRIYALIVING.COM

*Honored to Present Arun Paul
for
His Social Work and Service Towards Community
and
With Best Compliments
From
Jharna and Sukhenu Banerjee*

২০২০

আমাদের কথা

ধীরে ধীরে শীতের চাদরে ঢাকতে চলেছে আমেরিকা। বাংলার রাতভূমে কাশফুলের দেখা মিললেও, এ-দেশে এখন পাতা ঝড়ার সময়। এই সময়টা, বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালিদের শরীরটা মার্কিন মুলুকে থাকলেও, মনটা পড়ে থাকে দেশে।

এই বছরের পূজো, অন্যান্য বছরের তুলনায় একেবারেই আলাদা। করোনা অতিমারির কারণে, সব কিছুই ভাঙুয়ালা। না সবাই মিলে একত্রে অঞ্জলি দেওয়া ছিল, না আনন্দ করে ভোগ রান্না করা থেকে পূজোর কয়েকটা দিন খুশিতে গা ভাসানো ছিল।

তবুও নিয়ম মেনে মা এসেছেন। নিয়ম মেনে মা ফিরেছেন ঘরে। বাঙালি এই বিশ্বজোড়া সংকটের মধ্যেও ঘরের মেয়েকে যথাসাধ্য বরণ করে নিয়েছে।

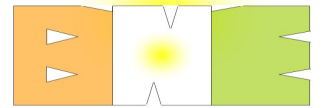
পৃথিবীতে আজ প্রতি নিয়ত শুভ-অশুভের লড়াই চলছে। তারই মধ্যে মা দুর্গার আগমনী বার্তা যেন শান্তির বানী নিয়ে আসে। মঙ্গলময়ী মা-এর কাছে আমাদের এই প্রার্থনা তিনি যেন ধরাধামে শান্তির বানী ছড়িয়ে দেন।

সকলে ভাল থাকবেন।

বিনীত-

২০২০ সালের কার্যকরী সমিতির সভ্যবৃন্দ

501(c)(3) charitable organization



Production: Saimanti Das

Special thanks to Arindam Chattopadhyay

Cover Image: Payel Dutta

অনুগল্প

শান্তনু সরস্বতী (কলকাতা)

ক্লাস নাইন এর কথা, তখন দুর্গা পূজা শেষের পরেই একটা শীত এর আমেজ পরে যেত, রবিবার এর সকাল, ভবানীপুর এর তস্য ঐদো গলিতে জামিয়ে ক্রিকেট খেলা চলছে, ব্যাট টা ভালোই করছিলাম, আচমকা পাড়ার মোড়ে একটা ম্যাটাডর এসে থামলো, পাড়ায় নতুন ভাড়াটে, ফার্গিচার নামানো চলছিলো, সেই সঙ্গে চলছিলো আমার ব্যাট, ৯৫ রানে নট আউট । এমন সময়ে ম্যাটাডর এর সামনে লাল হলুদ ট্যাক্সির আগমন, অনু কে সেই প্রথম দেখলাম (নামটা অবশ্য পরে জেনেছিলাম), টুকটুকে ফর্সা গায়ের রঙ ... টিকালো নাক.. লম্বা বিনুনি.. সাদা চিকণের একটা চুড়িদার।

৯৬ রানে আমার মিডিল স্টাম্প উড়ে গেল, ক্যাপ্টেন ডাব্বু আমার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল, ছোটবেলার বন্ধু তো সব, দুর্বলতাগুলো জানত। বাছা বাছা বিশেষণ বেরোচ্ছিলো ওর মুখ দিয়ে, কিন্তু কেন জানিনা সেগুলো আমার কান অবধি এসে পৌছাচ্ছিল না।

যাইহোক, বিকেল বেলা নতুন জামা কাপড় পরে চুলে টেরি বাগিয়ে কলিং বেল টিপলাম, একজন সুন্দর মা মা দেখতে মহিলা এসে দরজা খুললেন, কান অবধি দাঁত বার করে বললাম.. মাসিমা আমার নাম পল্টু .. আপনাদের দুটো বাড়ি পরেই থাকি .. কিছু দরকার হলে বলবেন ।

কি সুন্দর লোক ওরা, কি সুন্দর ব্যবহার, সোফায় বসে লক্ষ্মী পূজার নাড়ু আর মোয়া খেতে খেতে মাসিমা আর মেসোমশায় এর সাথে অনেক গল্প হল। মাসিমা অনুর সাথে আলাপ করিয়ে দিলেন, ঘন্টাখানেক পরে ওদের সাথে সমস্ত সুখ দুঃখ, বিপদ আপদে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখন বেরলাম তখন মনে হচ্ছিলো জামার কলারটা একটু তুলে হাঁটি, নিজেকেই মনে মনে বললাম.. পল্টু দেখে রাখ এই হল তোর হবু স্বশুর বাড়ি ।

নিয়ম করে প্রতিদিন যেতাম অনুদের বাড়ি, কখনো ইলেকট্রিক বিল জমা দিয়ে দেওয়া, কখনো জলের মিস্ত্রী জোগাড় করে দেওয়া, দিন দশেকের মধ্যেই যাকে বলে টোটাল ঘরের ছেলে। একদিন এর মধ্যে মাসিমা দুপুর বেলা নেমস্তন্ন করে খাইয়ে দিলেন মনে মনে ভাবলাম অভ্যাসটা থাকা ভালো, ফি বছর জামাইষষ্ঠীতে তো আসতেই হবে।

পাড়ায় বন্ধুবান্ধবরা আমাকে হিরোর চোখে দেখছিল, ডাব্বু তো বলেই ফেললো ... কি করছিস মামা, এতো পুরো রাজধানী এক্সপ্রেস এর মতো এগোচ্ছিস। সবাই কে বলে দিলাম .. ওদিকে নজর দিবি না তোদের বৌদি হয়।

দেখতে দেখতে কালীপূজা এসে গেল, অনুকে নিয়ে একসাথে বাজি কিনতে গেলাম, কোচিং এর তিন মাসের টাকা ঝাড়া ছিলো, ওখান থেকে অনুকে দুশো টাকার বাজি কিনে দিলাম। অনুর চাউনিটা এখনো মনে পরলে মনটা ইয়ে ইয়ে হয়ে যায়।

কালীপূজার রাতে অনুদের ছাদে আমি আর অনু একসাথে বাজি ফাটালাম, আধো আলোছায়ায় অনুকে দারুণ লাগছিলো, সত্যি বলছি খুব চুমু খেতে ইচ্ছে হচ্ছিলো, মনে মনে নিজের পেছনেই একটা লাথি কষালাম বাড়াবাড়ি করিস না পল্টু.. এখনো একমাস ও হয়নি । এসব এর জন্য দিনতো পড়েই আছে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা পাড়ার রকে বসে বন্ধুদের সাথে অনুর সাথে বাজি পোড়ানোর গল্প বলছি, বন্ধুরা একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে শুনছে, এমন সময়ে হঠাৎ অনু হাজির, সোজা এসে হাত ধরে বলল.... অনেক আড্ডা মেরেছো ... এখন চলতো... মা তোমাকে ডাকছে...বলছে জরুরি দরকার।

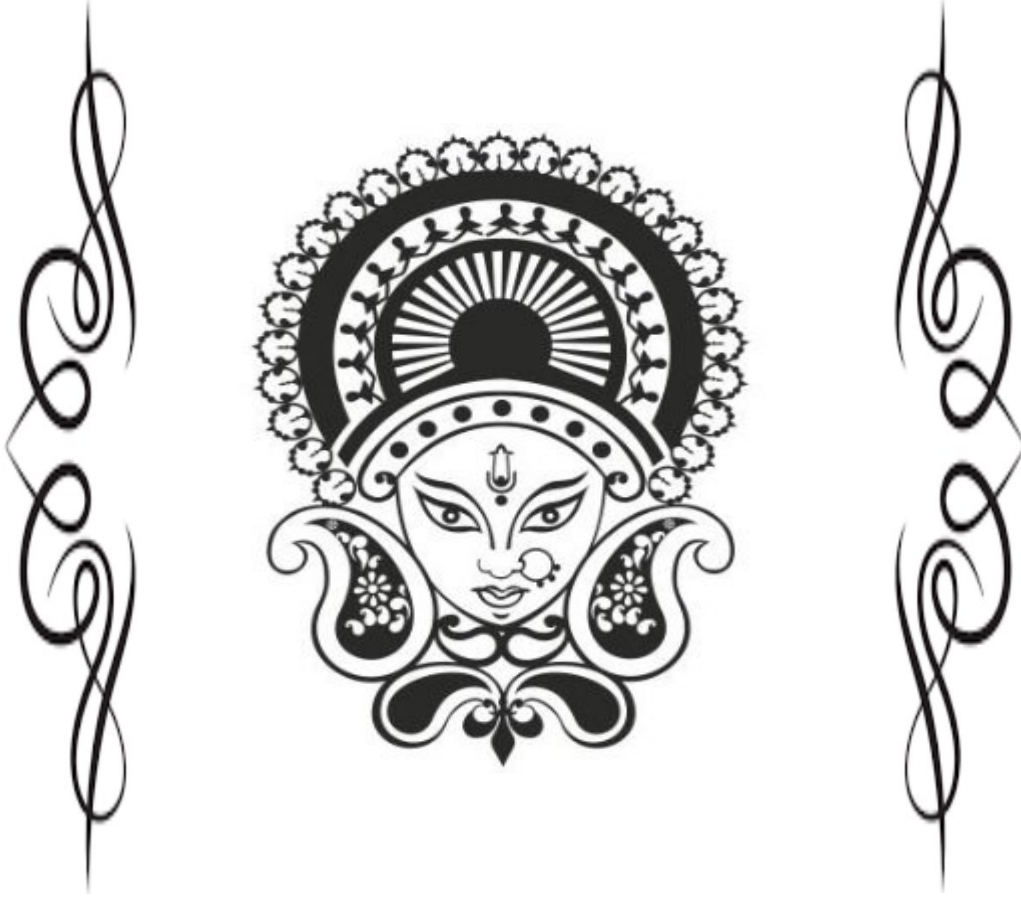
বন্ধুদের চোয়াল ঝোলা মুখগুলো ছিলো দেখার মত, আমার মনের ব্যাকগ্রাউন্ডে তখন গান বাজছে ..." শায়েদ মেরি শাদি কা খেয়াল দিম মে আয়া হ্যায়েন...ইসি লিয়ে মাস্মি নে মেরি তুবো চায়ে পে বুলায়া হ্যায়"।

অনুদের বাড়ি ঢুকে পুরো সিন না একটু কেমন কেমন লাগলো, মাসিমা মেসোমশায় একগাল হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ এতো আনন্দের কারণটা মাথায় ঢুকছিলো না, মাসিমা একদম বুকে জড়িয়ে আমাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের মেঝেতে একটা আসন পাতা, এক থালা মিষ্টি ... প্রদীপ জ্বলছে। মাথাটা বনবন করে ঘুরছিলো ... হাঁটুতে জোর পাচ্ছিলাম না, মনে হচ্ছিলো এখনি হার্ট অ্যাটাক করবে। মাসিমার কথাগুলো মনে হচ্ছিলো অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে... আর বলো না বাবা... অনু আজ সকাল থেকে বায়না করছে... তোমাকে ভাইফোঁটা দেবে.. ওর নিজের তো ভাই নেই, খালি বলছে পল্টুদার মতো ছেলে হয় না।

প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে গুটি গুটি পায়ে ফাঁসিরমঞ্চে উঠলাম.. থুড়ি বসলাম। অনু কপালে ফোঁটা দিয়ে মুখে পেলাই সাইজের একটা সন্দেশ গুঁজে দিলো। মুখে জোড় করে একটু হাসি এনে দাঁত ক্যালানে বাঞ্জারামের মত মিন মিন করে বললাম... কিন্তু ভাইফোঁটা কাল না? অনু একগাল হেসে বলল ... না গো পল্টুদা ... আমাদের তো প্রতিপদে ভাইফোঁটা ।

মাইরি বলছি বিশ্বাস করুন তারপর থেকে প্রতি পদে সেই অভিশপ্ত দিনটার কথা মনে পরে। বিশেষ করে এই প্রতিপদের দিনটায়। ফিরে এসে বন্ধুদের কাছে কিরকম খোরাক হয়েছিলাম... সেই গল্প আরেক দিন ।





With Best Compliments from
Beena and Sourov
Chatterjee

আদা কাহিনী

জ্যোতির্ময়ী

প্রিয় রেবা,

অনেকদিন থেকে ভাবছি তোমায় চিঠি লিখবো কিন্তু নানা কারণে তা আর হয়ে ওঠে নি। আজ ঠিক করলাম লিখতেই হবে, তাই বসেছি। কি লিখবো ভাবতে সেদিনের একটা ঘটনা মনে এলো। COVID এ আক্রান্ত হয়ে পুরো জীবনই এখন বদলে গেছে। যখন খুশি বেরোনো, যেখানে খুশি যাওয়া এখন আর নেই।

আমি এখন retired, সকালে উঠে কাজে যাওয়ার কোনো তাড়া নেই। তার মানে সকালে অফুরন্ত সময়, কাজেই সারাক্ষণ খাওয়ার চিন্তা। প্রথমেই breakfast। মনে হলো আজ চায়ের সঙ্গে গরম গরম সিঙাড়া হলে মন্দ হয় না। এখানে সবই নিজে করা , যদিও Indian store এ গেলে সেদ্ধ আলুর পুর দেওয়া পাঞ্জাবি samosa পাওয়া যায়, তবে তার সঙ্গে বাঙালি সিঙাড়ার কোনো তুলোনাই চলে না। কোথায় আলু ফুলকপি কড়াইশুঁটির পুর তাতে আবার চিনে বাদাম, আদা আর নারকোলের কুচি। মনে পড়ে যায় "চারুলতা" ছবিতে সৌমিত্রের প্লেট থেকে

গরম সিঙাড়া তুলে ডায়ালগ " হে ত্রিকোণ বিশিষ্ট পদার্থ তোমায় আমি ভক্ষণ করি "। নিজেকেই করতে হবে তাই রান্নাঘরে যাই। পুর তৈরীর জন্য আলু কপি সব কেটে, মশলা জোগাড় করি। কিন্তু আদা কই ? তন্ন তন্ন করে আদা খুঁজি। ফ্রিজএর তাকে হাতড়িয়ে, তরকারি রাখার বাক্স ঘেটে কোথাও আর আদা পাইনা। কি করি আদা ছাড়া সিঙাড়া, না স্বাদই হবে না। অবস্থা দেখে কর্তা বল্লেন " বাজার যেতে হবে নাকি" ? বললাম " দিশি বাজার তো অনেক দূরে, তাছাড়া ছোট দোকান, গায়ে গায়ে লোক



ঘোরে, ছ ফুট দূরত্ব ওখানে কোনো মতেই সম্ভব নয়, আর আমেরিকান গ্রোসারি স্টোরে শুনলাম আদা পাওয়া যাচ্ছে না। " এক কাজ করো " বল্লেন কর্তা , "কটা রাস্তার পরেই তো তোমার বুলবুলদির বাড়ি , ওনাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করোনা আদা আছে কিনা তাহলে গিয়ে নিয়ে আসবো"। খানিক বাদে ফোন করে বিফল মনোরথ হলাম। বুলবুলদি বল্লেন , " না ভাই আদা আছে কিন্তু বেশি নেই" মনে মনে ভাবলাম "দেবে না তাহলে এই তো "। হঠাৎ মনে পড়লো পাশের বাড়ির নতুন young পাঞ্জাবি ভাড়াটের কথা। ওরা তো নিশ্চয় আদা খায়, ওখানেই পাওয়া যাবে।



With Best Compliments from
Mouli and Amitabha
Lala

আজকাল তো আর বেরোনোই হয় না দরকার ছাড়া। ভালোই লাগলো তৈরি হয়ে, মুখে মাস্ক ঐটে বেরিয়ে পড়লাম। বেল বাজাতে সোহিনী দরজা খুলে দিল। জানালাম কি দরকারে এসেছি। সে বললে "sorry আন্টিজি, ম্যায় তো আদ্রাক পেস্ট use করতি হু , ফ্রেশ আদ্রকমে বহুত জাদা কাম "। মন খারাপ করে বাড়ি ফিরলাম। আজ আর সিঙাড়া কপালে জুটলো না। বাড়ি ঢুকতেই এক গাল হেসে কর্তা বল্লেন "দেখো কি পেয়েছি" ? দেখলাম হাতের মুঠোয় একটা প্লাষ্টিক মোড়া বেশ খানিকটা আদা কুচি। আমার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো, উত্তেজিত গলায় বল্লাম " কোথায় পেলো" ? বল্লেন রান্নাঘরে চায়ের ডিবের পেছনে রাখা ছিল। মনে পড়ে গেলো গতকাল বিকেলে আমাদের আদার চা খেতে গিয়েও খাওয়া হয় নি।

আমাদের এক নিকট বন্ধুর কাছ থেকে emergency ফোন আসায় আমরা তাড়াতাড়ি করে তাদের বাড়ি চলে যাই। বয়স্ক মাসিমা আর মেসোমশাই, ছেলে বৌ থাকে ফিলাডেলফিয়াতে। CoVidএর জন্য ছেলের আসা যাওয়া নেই বললেই চলে। পাশের রাস্তাতে থাকেন, আমরাই দেখাশোনা করি। বাজার করা, ওষুধ আনা, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার মতন আমরাই চেষ্টা করি করতে। হঠাৎ মাসিমা বাথরুম যেতে গিয়ে পড়ে গেছেন শুনেই আমরা আর দেরি করি নি চলে যেতে। আমি উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলাম "ভাগ্যিস তুমি ওখানে দেখলে। আমার তো একদম মনেই ছিল না।" তারপর আর কি ? সেদিন সকালে বেশ জমিয়ে গরম চা আর সিঙাড়া খাওয়া হলো। তোমরা ভাববে এ আর বেশি কথা কি , চপ ,কাটলেট নয়, ভারি তো সিঙাড়া। আসলে কি জানো মনে পড়ে যায় কলকাতার স্মৃতি, সেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে মিষ্টির দোকানের গরম সিঙাড়া। এখানে এই সুদূর বস্টনে একটা দুর্লভ জিনিস। তাই পাবার জন্য এতো আকুতি। অবশ্য এখন COVID এর জন্য কতটা কলকাতায় পাওয়া যাচ্ছে জানি না। আমাদের এই বস্টনে এই delicacy দুস্প্রাপ্য, তাই এই গল্প।

সবাই ভালো থেকে, আজ শেষ করলাম।

শুভেচ্ছান্তে।

জ্যোতির্ময়ী





With Best Compliments from
Saimanti and Champak
Das

মেমরি মধুপুর

নিলয় মুখার্জী

সেদিন পুরোনো অ্যালবাম এর পাতা উল্টাতে উল্টাতে হটাৎ একটা ছবির ওপর নজর পড়লো।

১৯৯১ সালের ১৫ অগাস্ট যখন আমি ভারতবর্ষ ছেড়ে আমেরিকা চলে আসি - এই অ্যালবাম টা তৈরী করেছিলাম সঙ্গে আনবো বলে। ছোটবেলাকার নানান ছবি আছে সেখানে - ভেবেছিলাম বিদেশে একা লাগলে ছবি গুলো দেখবো। এখানে এসে খুব একটা একা লাগেনি - তাই এলবামটা উল্টে পাটে কোনোদিন বিশেষ দেখিনি। কাভিড এর বাজারে হাতে কিছু সময় থাকায়- অনেকদিন বাদে অ্যালবামটা আবার খুলেছিলাম - আর তখনি ছবিটার দিকে চোখ পড়লো।

আমার মা'র তোলা ছবি - আমার বাবা দাঁড়িয়ে আছে - গায়ে ফুল হাতা সোয়েটার - যদিও সাদা কালো ছবি, আমার মনে আছে সোয়েটার এর রংটা ছিল ক্যানারি ইয়েলো- খুব আনকমন রং। আমার বোন ও আমি তখন খুবই ছোট: সোয়েটার- মাফলার পড়ে আমাদের মুখ গুলো ভালো ভাবে দেখা যাচ্ছেনা। আর আমার হাতে একটা লাঠি: গাছের কশি কেটে সফু লাঠি যেমন হয়, সেরকম। আমরা একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি - বাড়িটার বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না কিন্তু আমি বাড়িটাকে চিনতে পারলাম।

আধুনিক ঝাড়খন্ডএর অন্তর্গত মধুপুর নামক শহরটি বাঙালিদের “পশ্চিমে চেঙ্গএ ” যাওয়ার এক প্রিয় জায়গা ছিল। শোনা যায় আশুতোষ মুখার্জী ও নানা স্বনামধন্য বাঙালি বাবুদের মধুপুরে বাড়ি ছিল। আমরা ঐরকম একটি বাড়িতেই উঠেছিলাম। তখন হয়তো আমি ক্লাস ওয়ান বা টু তে পড়ি। সালটা হয়ত ১৯৭৪ বা ৭৫।



তার মানে প্রায় ৪৫ বছর আগেকার কথা - আমার বয়স সাত কি আট। এই পঁয়তাল্লিশ বছরে মধুপুর এর কথা কতবার ভেবেছি হাতে গুনে বলা যায়। কিন্তু আমাদের মন বড় অদ্ভুত ধরণের - কোথায় স্মৃতি গুলো লুকিয়ে আছে আমরা নিজেরাই জানি না - ওই একটা “ড্রিগার ইভেন্ট ” হতেই সব হুড়হুড় করে বেরিয়ে এলো।

With Best Compliments from



Dipanwita and Ranjan
Bhattacharya

পরিষ্কার বাড়িটাকে মানসচক্ষে দেখতে পেলাম - একতলা বাড়ি, বাইরে সাদা রঙের চুনকাম করা -- চারিদিকে বাগান - ভেতরে লাল রঙের সিমেন্ট এর মেঝে। পেছনে কুয়োর জলে চান করতে হবে - বাথরুম আলাদা, উঠানের অন্য দিকে -- আজকাল এরকম বাড়ি তৈরী হয় না। এবং বাড়ির সঙ্গে আছে একটি মালি - চুন্ডা মালি, আদিবাসী। ওর কাছে একটা বর্ষা ছিল - বাবা পয়সা দিয়ে ওটা কিনে নিয়ে এসেছিলো। আমাদের স্টোর রুম এ অনেকদিন ওটা দাঁড় করানো ছিল। এখন কোথায় গেছে কে জানে?

আমাদের স্মরণ শক্তি আমাদের প্রায়ই ধোকা দিতে পারে - নাইন ইলেভেন এর সময় কে কোথায় ছিল এই নিয়ে একটা স্টাডি হয়েছে - সবাইএর সেই দিনটা মনে আছে নিশ্চই - কে কি করেছিল মনে আছে - এবং প্রতি বছর আমরা সেই দিনটিকে নিয়ে আলাপ আলোচনা করি - অথচ স্টাডিতে দেখা গেছে যে সময়ের সাথে আমাদের মেমরি পাণ্টে যায় - ১৯ বছর হয়ে গেছে, তাই না? - অনেক খুঁটি নাটি জিনিস আমরা মূল ঘটনার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি - যেমন স্টাডি তে অংশগ্রহণ করছে এমন এক মহিলার মনে আছে যে তার জানলা থেকে টুইন টাওয়ার এর ধোয়া দেখা গিয়েছিলো - অথচ তার জানলা যদিকে আর সেই দিন হাওয়া যদিকে বইছিলো - কোনোভাবেই ওই জানলা থেকে ধোয়া দেখতে পাওয়া উচিত নয় - কিন্তু মহিলাটির স্পষ্ট মনে আছে যে তিনি ধোয়া দেখেছেন। স্টাডি অনুযায়ী প্রায় ৫৫ শতাংশ এইরকম খুঁটিনাটি জিনিস নাকি আমরা মূল ঘটনার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি - এবং যত বেশি আলোচনা করি ততো বেশি নাকি এইটা হয়।

সে যাই হোক - আমার মধুপুর নিয়ে অনেক কিছু মনে পড়লো - যেটা নিয়ে ৪৫ বছর আমি ভাবিনি - যেমন ওই বাড়িটার কথা - কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের অরণ্যের দিনরাত্রি কতটা এই বাড়ির ছবি কে প্রভাবিত করেছে কে জানে। ওখানে তো একটা চৌকিদার ও ছিল- কিন্তু ওর নাম ছিল কি?

অন্য যে ঘটনা গুলো মনে পড়লো - সেগুলো অরণ্যের দিনরাত্রি তে ঘটেনি - যেমন মনে আছে - একদল ছেলের সঙ্গে আমরা ক্রিকেট খেলেছিলাম - স্থানীয় বিহারি ছেলে - তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল বিজু। আমার দুই পিসতুতো দাদারাও আমাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলো - তারাও খেলছিল - তার মধ্যে একজনের আস্পারিং এর কথা মনে আছে - বার বার আপীল করার পরও যখন সে কিছুতেই এলবিডব্লু আউট দিচ্ছেনা তখন এক বচসা হয়েছিল - একবার আমি একটা ছয় মেরেছিলাম - বলটা পাঁচিলের ওদিকে গিয়ে পড়েছিল - আর বিজু পাঁচিল টপকে বল নিয়ে এসেছিলো। এগুলো কি সত্যিই হয়েছিল - নাকি যুবরাজ সিংহ এর ছ বলে ছটা ছয় দেখে আমি এটা আমার মেমোরিতে যোগ করে দিয়েছি ?

আরো মনে আছে - যে কুয়োর ওপর একটা জালির ঢাকনা দেয়া ছিল - সেই জালির ওপর বসে আমি নিচে জলের দিকে তাকিয়ে আছি - প্রচন্ড গভীর কুয়ো - আমার মা আমাকে জড়িয়ে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে - এটা আমার পরিষ্কার মনে আছে।



With Best Compliments from

Subhash Roy

অথচ আমার মা আমার সম্বন্ধে যেরকম প্রোটেক্টিভ - আমি ফোনে একবার কাশলে পাঁচবার আমায় ওষুধ খেতে বলে - আমার মা যে আমাকে কুয়োঁর ওপর ঐভাবে বসতে দেবে - আমার তো মনে হয় না। সন্ন্যাসী রাজা (উত্তম - সুপ্রিয়া) সিনেমাতে ডাক্তার রাজবাড়ীর ঝিকে কুয়োঁয় ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলেছিলো - সেটা আমার মনে আছে - কি জানি হয়তো ওরকম কিছু জিনিস জটলা পাকিয়ে আছে আমার মনের কোনে? মা কে জিঞ্জেস করে দেখতে হবে।

মোটকথা এ বড় মুশকিল। আমরা জানি যে এই দেহটা আমরা নই - আজ যা খাবার, কাল তাই আমাদের মাংস, হাড় , রক্ত - আর কিছুদিন বাদেই সেটা অন্যকিছু - মৃত্যুর পর সেটা ছাই। কিন্তু মন ? মনের মধ্যে যত মেমরি - সেগুলো তো এতদিন ভাবতাম পাল্টায় না - এখন তো দেখা যাচ্ছে সেগুলো পাল্টে যাচ্ছে - স্টাডি গুলো পড়ে আমার জীবনের সব মনে রাখা ঘটনাকেই সন্দেহের চোখে দেখতে হচ্ছে। সেই আমাদের পাশের ঘরে এক সদ্য বিয়ে করা দম্পতি মধুচন্দ্রিমা করতে এসেছিলো - তারা কি আলেয়া? আর বাড়ি বাড়ি মিষ্টি বিক্রি করে যেত যে লোকটা - সে কি শুধুই পথের পাঁচালির মধ্যে ছিল? মিষ্টি গুলো তো আমার মনে আছে - কলকাতার বাইরের মিষ্টি যেমন হয় - ছানা কম, সুজি বেশি। ধ্যাৎ!

আর আল্লেহইমার হলে তো কোথায় নেই - তখন তো আমি অন্য মানুষ ! তাহলে রইলো কি ? দেহ নয়, মন নয়- আত্মা ?

With Best Compliments from



Debadeep Bhattacharya

সমব্যথী ব্যথা
মৌমাছি

ব্যথারাও সমব্যথী হয়,
ব্যথারাও হাত রাখে
পরের ব্যথায়,
সে এক অনন্য মুহূর্ত,
ভাবালু সময়,
সব ব্যথা বন্ধু হয়ে যায়,
সব ব্যথা একাকার,
যে যার নয়,
পরস্পরের ব্যথায়
হাত বোলায়
পরম মমতায়,
পরম মায়ায়।

তখন আর চেনা যায় না,
এর ব্যথা,
ওর ব্যথা,
তার ব্যথা---
যেন ব্যথাদের সংসার।

সময় সম্বন্ধে
নতজানু ব্যথাদের কাছে,
জাতপাত,
সব বিচার,
বিভেদ
মাথা নত করে
তাদের ঐকতানো।



শ্লান জোছনা এসে
হাত ধরে ব্যথাদের,
পথ দেখায়,
ছায়া ছায়া ছায়াপথ
হাতছানি দেয় পরম আদরে,
কখনও বৃষ্টির
মৃদু ঝাপটা এসে লাগলে,
পূবালি হাওয়া সাগ্রহে ছুটে এসে
সেই বৃষ্টিকণা ঠোঁঠে করে
নিয়ে যায় অপত্যশ্লেহে,
সকালের নরম রোদ এসে
ব্যথাদের ব্যথা ভুলিয়ে দিতে
খুনসুটি করে,
খেলার ছলে।

তখন ব্যথারাও ছুঁয়ে যায়
পৃথিবীর বুক সমব্যথায়,
কারণ পৃথিবীও যে
হাজার ব্যথায়
জরজর,
নিঃসঙ্গ।

ব্যথারাও বুক বুক ব্যথা বয়,
ব্যথারাও দুখে সমব্যথী হয়।।



With Best Compliments from

Bandita Joarder

“One October to Another”

By Rupa Sanyal

Dated: October 2019 – October 2020

My office is located in Cambridge across the Charles River from Boston.



The 180-degree view from my desk, often would transport me to another world full of fond memories and familiarity. In my mind’s eyes, in a blink, Cambridge would become Howrah, the twin city of Kolkata, my hometown. The “Salt and Pepper Bridge”, also know as the “Longfellow” over Charles would metamorphose into the Second Hooghly Bridge and the sunny skyline of Boston would align itself with the lush green avenue of Chowringhee flanked on one side by the likes of Neel Hut, Jeevan Deep, Grand and so on. In my overactive imagination, I would envisage that very soon, at the end of the day, a short cab ride would take me closer to my home on the other side of the river

where a pair of frail individuals would be waiting eagerly to greet me with their smiles, “rojkar” unsolvable problems, cha and a platter full of shingaras....

When I experienced this chain of thoughts for the first few times, many years ago, the transition would be completely involuntary and shape out organically. Now, I have trained myself to indulge in this drill, one step at a time, in a slow and steady motion, whenever I get engulfed by the sudden pangs of homesickness. The outcome is always an instant feeling of positivity and satisfaction and that keeps me going until my next trip to the “City of Joy”.



Epilogue: I wrote the above segments around this time last year. Life has drastically changed for me within a short span of 365 days. Going to my office space is a dream now, forget about day-dreaming at the desk. The view, that was so easily accessible to me before, has turned into a luxury that I didn’t have the pleasure of experiencing in the last seven months. One of the two individuals, who I would long to meet after the day’s work, has faded away into oblivion and the next visit to the “City of Joy” also seems to be a distant prospect at this very juncture of time.

I will now have to adapt to the changes around me, learn to imagine differently and keep moving forward in life.



With Best Compliments from
Sharmila Chatterjee

একাকী মন

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

তার চোখের পাতায় আর ঘুম নামে না
একাকী মন রাতের তারার সাথে জাগে
রাতপাহারার দায় একা তার নয়
নিঝুম রাত বড়ই মায়াবী লাগে।

প্রাণের উচ্ছ্বাস ভুলেছে সব অভিলাষ
স্বপ্ন সে আজ একাকীশ্বের চাদরে
পাংশুটে মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দাঙ্কিকের দল
কুরুক্ষেত্রের হাহাকারের প্রান্তরে।

খুঁজে বেড়ায় আরো লাভের খনি
হাজারো লাশের মাঝে রক্তাক্ত জঠরে
প্লাজমায়া যদি দেয় কোনো আলোর ইঙ্গিত
সোনার চাকতি ছুঁড়ে দেবে বাইজির আসরে।

রাতের বুক চিরে যমদূত এসে
কেড়ে নেয় প্রাণ নির্ভূর নিদানে
অনেক হয়েছে বিশৃঙ্খলার বেয়াদপি
এবার বাঁধো নিজেকে নিয়মের শাসনে।

থেমেছে কলের চাকা, ধোঁয়ার উদগীরণ
বাতাসে নেই দূষণের অধিবাস
ফুটছে কত অজানা ফুলের হাসি
বিদায় নিয়েছে গুমরে মরা শ্বাস।

উদাসীন পৃথিবী নিস্তিতে মাপে ভালো আর মন্দ
রাত যত গভীর হয় জেগে থাকা মন ভাবে
মুখ ঢেকে রাখা এই অযাচিত বিড়ম্বনা,
অদৃশ্য কণা গুলো আবার বন্ধু হবে কবে ।





CONTRIBUTORS



Anya and Zubin Gupta



Praseon Paul



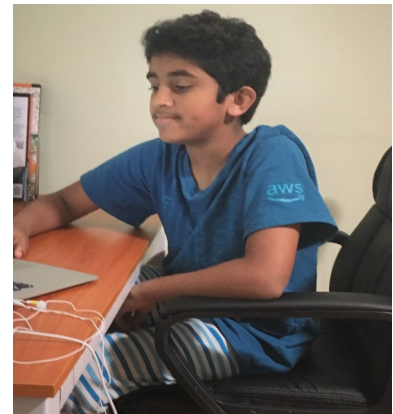
Bibhabari Kundu



Rudra Sett



Rajarshi Mandal



Ryon Das



Rajarshi Mandal

CHILDREN'S CORNER

Our Lockdown Experience

by Anya and Zubin Gupta, ages 12

Late in 2019, someone in the now well-known wet market of Wuhan, China got infected by a virus from an animal. The rest is history that is still in the making. On March 11, 2020 the Novel Coronavirus Disease, COVID-19, was declared a global pandemic by the World Health Organization (WHO). On March 13, 2020 a national emergency was declared in the United States. That's when it began.

In the quarantine there was a mass shutdown of many public places. People had to alter their lifestyle and adjust to a new normal. For us, this meant switching to remote learning, not being able to physically go to school, not being able to visit friends and avoiding gatherings, events and restaurants. As time went by, we realized that we were, in fact, some of the fortunate ones. The virus started claiming many jobs and lives. The economy was hit hard too - it is estimated that about 30% of businesses will close their doors permanently.

We turned our focus to acquiring some new skills and hobbies, like running, tennis, biking and hiking. We've been able to take the time to appreciate nature. Every year, during the summer we would travel to a different country outside the US. But since we didn't have the opportunity to do that, we decided to turn our adventures local. We visited many local places in Massachusetts - Rockport, Salem, Marblehead, Gloucester, and Castle Island. We explored many hiking trails, like the Middlesex Fells Reservation, Mt. Wachusett, Pack Monadnock, Mt. Watatic, and the hidden hills behind Horn Pond.

We also learned a lot about viruses, pandemics and epidemiology. We discovered alternate ways to socialize and channel our creativity like performances by our band Twynphony on zoom and taking socially distanced walks with our friends. Also, we honed in our emceeing skills, and helped run two game shows! Since our parents have worked from home for a long time now, nothing changed on that front but we do enjoy having lunch as a family every day.

After we got situated, we started looking for other ways to utilize our time productively, assist others and contribute to society. We participated in a sandwich drive for the House of Mercy shelter in Lawrence - we packed brown paper bags with sandwiches, juice boxes, crackers, positive notes and love. Some significant events transpired during the lockdown. As a community, we showed our support for the first responders. The Black Lives Matter (BLM) protests occurred, due to the passing of George Floyd. We participated by making signs, sharing our pictures over social media, and honking our support for other protestors. On September 11, we also saw people commemorate the fallen heroes of 9/11, and in the process supporting BLM.

However, due to the lockdown, there were reports from all over the world on the reduction of pollution, the positive effect on wildlife and rare phenomena that would otherwise not occur. This taught us that all situations, even a pandemic, have a flip side that is positive.

The quarantine left a big path of destruction in its wake like a raging tornado that we are still fighting. However, it also made us reassess our priorities, pause and observe our lives from different perspectives. We realized that we are stronger, more adaptive and resilient than we originally thought. We discovered empathizing with the less fortunate and working with our community makes our lives worthwhile. The virus may have caged us physically, but it cannot cage our minds or hearts. Together we can and will overcome this season of darkness and experience joyful times again.



CHILDREN'S CORNER

Covid-19 and My Dadu

By Ryon Das, 13

Many things have changed since the start of 2020. For the last 7 months, we've all been sheltering in lockdown while we try to eliminate a deadly virus that has killed more than a million people worldwide already. Many have known someone who has died from the virus. It truly is a once in a lifetime event.



My grandfather died in August. At the death age of a ripe old 78 years and 11 months, Asok or "Dadu," as I affectionately called him, will be sorely missed by his massive extended family, and all of his friends. I wasn't the person who knew him the best; I only met him during my travels to India, which were spread few and far between, roughly every two years. But I virtually talked to him a lot, and when I did meet him, I always felt a special connection to him. During my first days on every visit, after I arrived in the humid jewel of British India, nauseated, jet-lagged, and slightly annoyed at the 24-hour journey, Asok would always make sure the house was filled with water bottles, toiletries, and soap. After my first two visits as toddlers, in which my parents would have the hassle of riding on crowded buses, dealing with overbearing taxi-drivers, and arguing with sleazy auto-rickshaw

wallas, he bought a little Maruti Alto, which he rarely used, and kept it well-serviced for our infrequent visits.

My dadu was a fighter. Born in the waning years of the British Raj, and came of age with the new young nation, he struggled a lot throughout his early life but with hard work, he made a living for himself and his family. Later, he battled through a heart attack roughly fifteen years ago, a cancer diagnosis a bit more than two years ago, and colitis, an inflammatory reaction in the colon, during the last week of his life. But it was none of these problems that had the honor of claiming him, going instead quickly and painlessly to simple heart failure.

Throughout these issues, he always stayed himself, chatting with me on Skype most Friday nights during my elementary years, and always finding a way to humor me. During my visits, he would also teach me to read and write Bengali using the local newspaper, as well as tell me all about Kolkata and its go-to places.



With Best Compliments from



Ajoy Tarafder

CHILDREN'S CORNER

The coronavirus changed it all...

Dadu was a very outgoing and active person. His daily routine usually consisted of going to the fish market, walking around his para, having tea outside with his old friends, and sitting on his front porch. When COVID started affecting India, he was unable to do these things, at least not to the extent available before. The pandemic-induced isolation had a slow but steady negative impact on him. During the few times I talked to him, I saw the age lines become more prominent, and it seemed as if he was having a harder time talking and hearing. It was clear that his health was failing and he didn't have all that much time left. But we often only can see details like this in hindsight, weighed down by the fact that we have a hard time seeing terrible things happening to loved ones.

I will remember the night of Tuesday, August 4th for the rest of my life. I had a slight headache during the evening hours, so I took a shower, and to bed quite early, preparing for my virtual camp the next day. Three hours later, I was woken by my parents, who came into my room and slowly eased me into these unforgettable words: "Dadu died today". For a fraction of a second, I thought I was dreaming but that sensation ended quickly. I sat up, facing a world without my last grandfather.

The current pandemic has enabled us to all be a little more reflective of our lives. After all, staying at home for close to six months puts a toll on us not only physically, but also mentally. Despite the losses we have faced it is clear that the only path left is forward. My dadu, and the many others who have lost their lives wouldn't want us to be stuck with the ghosts of our past. Instead, we should honor them for all they have done for us, by becoming more united, more peaceful, and stronger than ever before.



CHILDREN'S CORNER

By Rudra Sett

Twelve. Let's start with that. Multiply it by 30. Finally, multiply it by six. You should've gotten 2,160. There is definitely meaning behind that number, even if you haven't figured it out already. It's a fairly unassuming number to most people. What if you put a unit after it? A dollar is a good start. That would be enough for roughly 270 Domino's pizzas, or a high-end TV, or a month of taxes (depending on where you live), or perhaps a year of water bills. How about something more valuable than a dollar?

I was thinking of hours, so that would be 2160 hours. Twelve active hours per day (the other twelve would be for sleeping and eating), roughly 30 days in a month, and about 6 months gives you 2160 hours. That is an absolutely colossal amount of time.

I think that, for some fortunate people, this pandemic was also an exercise in investment. If people are given a large amount of money, some of them might spend it frivolously, while others would try to gain as much as possible for themselves with the money. Time is no different.

It's okay to spend a reasonable amount of time and money on something fun. I know I played my fair share of Minecraft, Warzone, and Far Cry, among others. However, I also spent some time in more useful ways. I played the piano a few times per week, and now I am much better, as expected. That, to me, was a sound investment of time. I also learned some coding and did school-related things.

I would rate my investment skill as an 6.5/10. But let's look at what I'd call a much better investment. You'd have to spend some time reading a balanced mix of news to make sure you know what's going on in the world, especially in terms of the pandemic. (but not too much, because that could cause despair)

You would also want to spend time learning at least two or three useful skills. It takes a few thousand hours to become an expert in something, so with a few hundred hours, you'd be very good, though not really an expert. Since the pandemic is still going on, here are some ideas (though people have more to do in this part of the year).

Drawing is a very good skill to pick up. The reason for this is that all you really need is a pencil and paper and you can start. Art can help a lot in future projects, like in school. It is also something extra to balance out all of your abilities. Plus, it's something you can show off to people if you get very good.

This next one is something I did. Computers are becoming more and more common and we need people who can program them. Programming is a fairly easy skill to start learning because there is a mountain of information and tutorials on the topic. You can do all kinds of interesting things with programming, like making games or crunching numbers, if that's what you like.

A third good option would be to learn another language. Again, this is something that there are a lot of resources on the internet for. Learning a language is something that looks very impressive and may end up being very helpful in some situations. For the maximum amount of challenge, you could try Arabic, Mandarin Chinese, Cantonese, Japanese, or Korean. More moderate ones would include German, Greek, Czech, or Russian. The easiest (but remember, learning any new language is hard) would be Spanish, French, Italian, Dutch, etc.

However, you also need to balance out everything. A time where you are traveling significantly less and doing less things means that you have the chance to improve your health. With extra time, it is vastly easier to exercise, eat better, sleep, etc. It's important to ensure that you have the health to actually do anything I mentioned before. And of course, watch a movie or TV or play a game every now and then.

All of that is what I would call a very good investment of that 2160 hours. However, even though that time has already passed, the next few months will still offer a larger chunk of time than in previous months, as the pandemic rages on. By making the right moves while you have the time, you can come out of this situation as a much smarter, healthier and capable person than before.



With Best Compliments from



Anupama and Anupam
Guha Thakurta

By Prasoon Paul

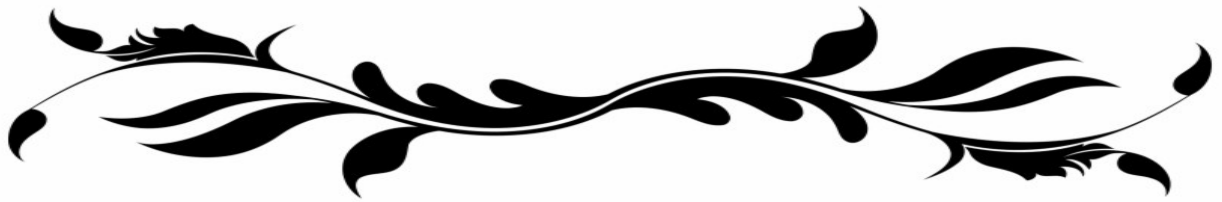
Age 12

Hello, my name is Prasoon Paul and I am 12 years old. Like everyone else, I have been in lockdown for the past 7 months. It has been quite the experience to say the least. There have been up's and down's, so let me tell you all about it.

First, school. This was probably the biggest change for me. When school initially closed everyone was told it would reopen after 2 weeks. This made me a bit sad because our school musical "Matilda" which I was helping out in, would be cancelled. About two weeks go by, and the school announced that everyone would do remote learning until school reopened. Now I was even more sad, because I wouldn't see any of my friends or teachers for another month! *Well at least I'll see them during Zoom classes*, I thought to myself. But there weren't any Zoom classes, just boring homework assignments. After a month of those I was more than ready to go back to school. Then, for the final decision, the school decided we would be doing remote learning for the rest of the school year. It was a very different experience from going to school. Most of our assignments were given to us through Google Classroom and it was hard to communicate with our teachers if we needed help. I missed getting on the school bus everyday and seeing my best friend Will. It wasn't all bad though. I was able to go on a zoom class every Wednesday with my homeroom teachers and classmates and talk about what we were doing during quarantine. We also played fun games like scattergories.

School wasn't the only thing keeping me busy though. I also was able to help some essential workers. Our neighbor is a doctor, and I made a Thank You card for her. I also went to a hospital with my family to cheer for nurses and doctors. And finally, I donated some food at the end of the summer.

Our family took a lot of precautions to stay safe, like Social Distancing. One of the biggest ones is washing the groceries. There were lots and lots of groceries. Ma would wash them, Dada and I would then dry and put them away. It was a long and tedious task, but I got to spend some more time with my



With Best Compliments from

Aparajita and Jaideep

Majumdar

family while doing it which was nice. Lots of times, Ma or Baba thought they lost or forgot something at the store, so we would have to look for it. They would try to remember what they did at the store. It was like solving a mystery. Most of the time though, whatever they were looking for was in the car.

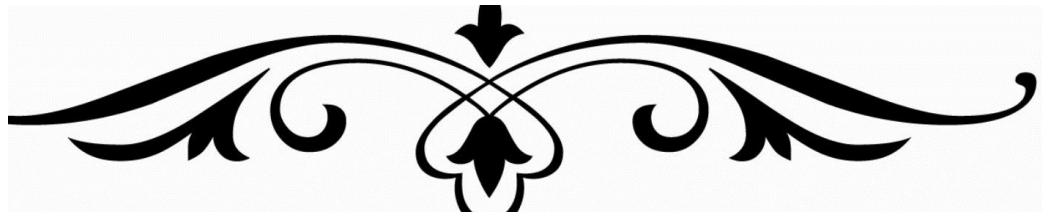
Since school was closed, I didn't see any of my friends. So, to keep in contact, we played video games together while we called each other on the phone. It still wasn't the same as physically seeing them, but it was still fun. During the summer I saw other people too. Our family is very close with another family, so we decided to become a "single family". That means we went to each other's houses without social distancing or wearing masks. But to stay safe, we only saw them and they only saw us so even if someone caught Covid-19, it would stay contained in our "single family". It was nice to interact normally with other people after so long. We took turns making dinner, watched movies, and played games. On my own I played with toys and video games and occasionally went biking. So it was a fun summer overall. And with that, school started.

As I am writing this, it is the fourth week of school. Our school is doing the hybrid system. That means that for three days of the week I do remote learning and for two days I go to school. Everything is confusing and uncertain. I live in Sharon Massachusetts, and our school district isn't handling this school year very well. Our teachers went on strike because they didn't want to go back to school and the parents are upset. I don't know what the future holds, but I hope life goes back to normal soon.

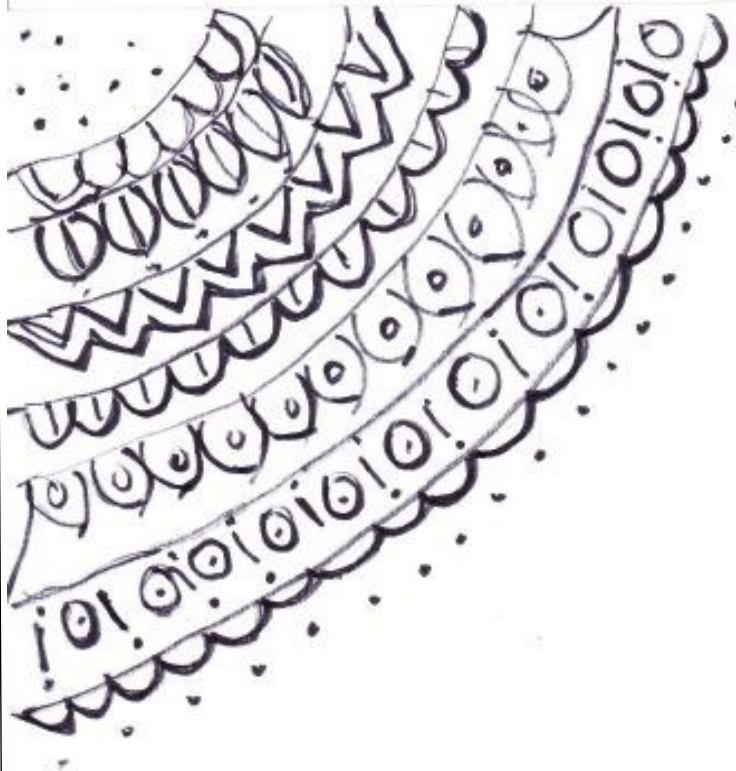
Happy Durga Puja to all!



With Best Compliments from



Raka and Haridas
Dutta



Sunnyside of Pandemic

-Arundhati Sarkhei

Socially isolated but spiritually connected

Catch feeling not COVID

Creativity increases

Zumba class in your lawn

Lots of free courses

Without human pollution

Mother nature seems to be prettier

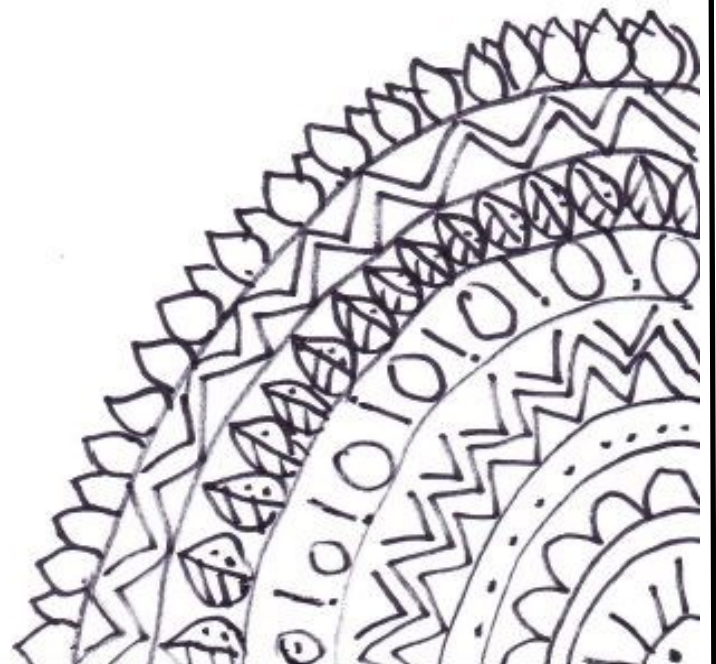
The new Marriage vow is quarantine

A Mask became a fashion statement

You don't need lipstick

Kids running behind Amazon Van

Art in your window



Sanchari Kundu



With Best Compliments from



Mandira and Gautam
Sen

হে অজানা আগন্তুক
তুমি অতি অদ্ভুত
আগে কভু দেখি নাই
তোমাকে ।
লোকে বলে চীন দেশে
ছিল ঘর,
সেথা হতে বাহিরিয়া
করিতেছ এবছর
পৃথিবী সফর ।
কোভিদ উনিশ নামে
ভুবনে বিদিত তুমি,
আতংকিত সর্বজনে ,
সমগ্র মানব জাতি
কখন কাহার দোরে
হানিবে আঘাত তব
কেহ তাহা জানেনা কখন ;
উচ্চনীচ, ধনী,দুস্থ
ভেদাভেদ নাহি কোনো
তব কাছে সবাই সমান ।
মুখোশ পড়িয়া সবে,
দূরত্ব মানিয়া চলি,
একবিংশ শতাব্দীতে
মাদুর্গার করি আবাহন ।
দুর্গতিনাশিনী শীঘ্র আসিবেন
পিতৃগৃহে করিবেন আর্তের ত্রাণ।
নিবেদন এই মম,
কোভিদ তোমার কাছে
মুক্ত করি এ ধরায়,
সত্বর অন্যত্র তুমি করহ গমন ।
নতুবা অসুরবিনাশিনী আসি
করিবেন তোমার দমন ।
জয়হোক দুর্গতিনাশিনী তব
সবে মিলি করি তব শ্রীচরণবন্দন ॥



In Memory of Subrata Narayan Chaudhuri



Subrata Narayan Chaudhuri, popularly known as Rajat (Rajat-da) passed away on August 7th, 2020.

He was one of the founders of Bengalees of New England, its first coordinator, and a key member of the team which crafted BNE's constitution. Without his tireless contributions BNE could not have become what it has become today.

He came to Canada where he attended McGill University in Montreal. He then moved to the United States where he finished his Master's Degree in Engineering at Carnegie Mellon University in Pennsylvania. He was a longtime employee of Stone and Webster and the Louis Berger Group, where he worked on numerous bridge and infrastructure projects all over Massachusetts, and the world. He spent many years working on the Boston Central Artery Project, "The Big Dig," helping design roadways, bridges, and green space. He also worked with Second Hooghly Bridge project, linking the cities of Kolkata and Howrah.

We will cherish fond memories of him actively planning and participating in BNE events. His ever-smiling face welcoming BNE members at an event, his constant efforts in keeping the tea replenished, and that people are enjoying themselves, will be forever remembered.

He leaves behind his wonderful wife Madhumita (Bubu), Arnab (son), and Sohini (daughter).

We dearly miss you Rajat (da). May you rest in peace.

In Memory of Dipa Bhattacharya



Dipa Bhattacharya, age 81 passed away peacefully on November 19, 2020 surrounded by her son and his family. Dipa was the loving wife of the late Himangshu Bhattacharya until his passing five years ago. She was one of the founding member of BNE.

Receiving a master's degree in Psychology from Banaras Hindu University in 1961, Dipa traveled across the globe to North America and was a homemaker for about 50 years.

Her first arrival was in Quebec City, Canada for a few years before arriving to Massachusetts, and settling in Randolph with her husband and relatives. She worked at the Christian Science Center in Boston.

Always interested in staying connected to her heritage, Dipa was a foundational and endeared member of the Bengali cultural community in the greater Boston area.

She was quite creative with the pen, writing short stories and poems in her native language which were published in both local and regional Bengali literary publications.

She found comfort and joy simply interacting with friends and family.

Dipa was the loving mother of Subrata Bhattacharya and his wife Mitti of Canton; She leaves behind two adoring grandchildren Brinden and Trisha.

In Memory of Dyutiman Chatterjee
February 1944 - November 2020



Dyutiman Chatterjee, lovingly called DyutimanDa, Kaku, or ShobhonaDi's Husband, sadly passed away on Saturday, November, 7th. He was a world traveler, lover of music, and dedicated religious man. Many in the Bengali community remember him as the first to be on the dance floor.

Dyutiman was accomplished in his career as an engineer . He combined his technical degree with an MBA when he worked in industry. Later in life he became a Professor of Mathematics, educating young minds until the day before his last breath. Dyutiman leaves behind his wife , Shobhona Chatterjee (ShobhonaDi or Mashi). as well as, his two daughters, Dr. Annie (Bubuli) Chatterjee and Dr. Tantralita (Nene or Tanni) Chatterjee, both of whom he was very proud. Dyutiman's kindred, innocent, fun loving soul will be missed by many near and far.



বেঙ্গালীস অফ নিউ ইংল্যান্ড এর তরফ থেকে সুস্বাস্থ্য আর শান্তি কামনা।

